বাংলার সাপ

বাংলার সাপ

বাংলার সাপ

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং

সাপ ও আমরা

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বাস। গ্রামের সংখ্যাও কম নয়, তা প্রায় চল্লিশ হাজার সাতশ। আছে বিভিন্ন সমস্যা, অসন্তোষ। এর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে অসময়ে মৃত্যুও। যার মধ্যে অন্যতম সাপের কামড়ে মৃত্যু। ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে বেশি মানুষ মারা যায় এই পশ্চিমবঙ্গেই। কত মানুষ মারা যায় আমাদের এই গ্রাম-বাংলায়? সেই অর্থে কোন পাকাপোক্ত হিসাব নেই বটে; কেউ বলেন দশ হাজার কেউ বা বিশ। যে কথায় সর্বজনের সহমত তা — ভৌগলিক কারণে সাপের সংখ্যা ও কামড় বেশি, আর অজ্ঞতা ও নানাবিধ অপ্রতুলতার কারণে মৃত্যুও বেশি। তাই তো, 'পশ্চিমবঙ্গ সাপের কামড়ের মৃত্যুতে শীর্ষে' এই অপবাদ বয়ে বেড়াতে হয় একবিংশ শতাব্দীতেও।

আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার নগণ্যতার কথা সবারই জানা, চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখেই যদি বলা যায়, সাপের কামড়ে প্রিয়জনের বা প্রতিবেশীর মৃত্যুর জন্য নিজেরাই অনেকাংশে দায়ী — কথাটা শুনে কি চমকে উঠলেন? — আশ্চর্য্য হওয়ারই কথা! কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন তো সাপ কামড়ালে আপনি কি নির্বাচন করেন কি সাপ কামড়েছে এবং তারপর 'আগে হালকা বাঁধন, পরে হাসপাতাল' এই নীতি কি গ্রহণ করেন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর 'না'। সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে সাধারণত যা ঘটে তা হল—কামড়ের একটু উপরে গামছা বা দড়ি দিয়ে কোষে বাঁধন, তারপর কৌতুহলী মানুষের আনাগোনা এবং রোগীর মনের জোরকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য হিতাকাঙ্খীদের (?) বাক্যবান — নিমপাতা খেয়ে দেখো - চিমটি কেটে দেখো - গা ঝিমঝিম করে কিনা - এই ধরণের বহুবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। এরপরে অবশিষ্ট মনের জোরকে ধুলিসাৎ করার জন্য ওঝাদের চমক দেওয়া কথা - মাথায় বিষ উঠে গেছে ঝেড়ে নামাতে হবে। এইভাবেই রোগীকে মানসিক দিক থেকে দুর্বল করে দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

সাপে কামড়ানোর ঘটনায় তিন ভাগের দুই ভাগই নির্বিষ সাপ থেকে হয়। পরিসংখ্যান বলে, প্রতি ১০টা কেউটে কামড়ানো রোগীর মধ্যে মারা যাবার সম্ভাবনা মাত্র একজনের। কাজেই চিকিৎসার অভাব ছাড়াও 'সাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু ভয় এবং পূর্ব পুরুষদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ওঝাদের প্রতি নির্ভরতা'— এই দুইয়ের যোগফল নব্বই শতাংশ মানুষের অকাল মৃত্যু। সর্প-ভীতি আমাদের পরিবেশগত। অনেক বাবা-মা'ই ছেলেমেয়েদের সাপের কাছে যেতে বা ছুঁতে বারণ করেন। এটা ঠিক, বিষধর সাপ নাড়াচাড়া করা একদমই উচিৎ নয়। কিন্তু বিষহীন সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তাড়াতাড়িই

সাপ নিয়ে সব ভয় ভীতি কেটে যায়। মনে রাখা দরকার, সাপেরা মোটেই শয়তান নয় এবং এরা মানুষের ক্ষতি করার জন্য মুখিয়ে নেই। তবে প্রথমেই, সঠিকভাবে সাপ ঠিকঠাক চিনতে হবে। সাপ সম্পর্কে অহেতুক ভয়ই সাপকে নিয়ে গেছে কিংবদন্তীর পর্যায়ে। যেহেতু সাপকে নিয়ে আমাদের বাস সেই কারণেই আগে প্রয়োজন সাপ সম্পর্কে পরিচিতি। সারা পৃথিবীতে কমবেশি ৩০০০ প্রজাতির সাপ আছে। এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৯ ভাগ সাপের বিষ আছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান সাপের প্রজাতির সংখ্যা ২৫টি। যার মধ্যে স্থলে বিষধরের সংখ্যা ৬টি। এবং নোনা জলের নদীতে আরো একটি সামুদ্রিক বিষধরের দেখা মেলে বাকী সবই ক্ষীণ বিষ বা বিষহীন।

বাসস্থান অনুযায়ী সাপেদের শ্রেণীবিভাগ

ক) স্থলবাসী (বিষধর)

১। কেউটে (পদ্ম) (Monocled Cobra) ফণা আছে। সাধারণতঃ ১৫ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

২। গোখরো (Spectacled Cobra) ফণা আছে। সাধারণতঃ ১৫ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৩। শঙ্খচূড় (King Cobra) ফণা আছে। সাধারণতঃ ১২ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৪। কালাজ (Common Krait) ফণা নেই। সাধারণ ১ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৫। শাঁখামুটি (Banded Krait) ফণা নেই। সাধারণতঃ ১০ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৬। চন্দ্রবোড়া (Russell's Viver) ফণা নেই। সাধারণতঃ ৪২ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

স্থলবাসী (বিষহীন)

১। দাঁড়াস (Rat Snake) ২। হেলে (Striped Keelback) ৩। পুঁয়ে (Worm Snake) ৪। ঘরচিতি (Common Wolf Snake) ৫। ক্ষেতমেটে (Banded Racer) ৬। ময়াল (Indian Rock Python) ৭। ঘোড়ালাগ (Copper - headed Trinket Snake) ৮। উদয়কাল (Banded Kukri) ৯। বালিবোড়া (Common Sand Boa)

সাপ নিয়ে সব ভয় ভীতি কেটে যায়। মনে রাখা দরকার, সাপেরা মোটেই শয়তান নয় এবং এরা মানুষের ক্ষতি করার জন্য মুখিয়ে নেই। তবে প্রথমেই, সঠিকভাবে সাপ ঠিকঠাক চিনতে হবে। সাপ সম্পর্কে অহেতুক ভয়ই সাপকে নিয়ে গেছে কিংবদন্তীর পর্যায়ে। যেহেতু সাপকে নিয়ে আমাদের বাস সেই কারণেই আগে প্রয়োজন সাপ সম্পর্কে পরিচিতি। সারা পৃথিবীতে কমবেশি ৩০০০ প্রজাতির সাপ আছে। এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৯ ভাগ সাপের বিষ আছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান সাপের প্রজাতির সংখ্যা ২৫টি। যার মধ্যে স্থলে বিষধরের সংখ্যা ৬টি। এবং নোনা জলের নদীতে আরো একটি সামুদ্রিক বিষধরের দেখা মেলে বাকী সবই ক্ষীণ বিষ বা বিষহীন।

বাসস্থান অনুযায়ী সাপেদের শ্রেণীবিভাগ

ক) স্থলবাসী (বিষধর)

১। কেউটে (পদ্ম) (Monocled Cobra) ফণা আছে। সাধারণতঃ ১৫ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

২। গোখরো (Spectacled Cobra) ফণা আছে। সাধারণতঃ ১৫ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৩। শঙ্খচূড় (King Cobra) ফণা আছে। সাধারণতঃ ১২ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৪। কালাজ (Common Krait) ফণা নেই। সাধারণ ১ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৫। শাঁখামুটি (Banded Krait) ফণা নেই। সাধারণতঃ ১০ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

৬। চন্দ্রবোড়া (Russell's Viver) ফণা নেই। সাধারণতঃ ৪২ মিলিগ্রাম বিষেই মানুষ মারা যায়।

স্থলবাসী (বিষহীন)

১। দাঁড়াস (Rat Snake) ২। হেলে (Striped Keelback) ৩। পুঁয়ে (Worm Snake) ৪। ঘরচিতি (Common Wolf Snake) ৫। ক্ষেতমেটে (Banded Racer) ৬। ময়াল (Indian Rock Python) ৭। ঘোড়ালাগ (Copper - headed Trinket Snake) ৮। উদয়কাল (Banded Kukri) ৯। বালিবোড়া (Common Sand Boa)

৫। **শাঁখামুটি ঃ** এই সাপের সারা দেহ বরাবর দেড় ইঞ্চি চওড়া কালো আর হলুদ পট্টি দেখে সহজেই চেনা যায়। আঞ্চলিক নাম - রাণা সাপ, দু-মুখো প্রভৃতি। ৫-৬ ফুট লম্বায় হয়। বিষধর হলেও কামড়ায় না তাই একে 'বোবা' সাপও বলে। কালাজ সহ অন্যান্য সাপ খেয়ে আমাদের উপকার করে। এই সাপ বেশী থাকলে কালাজ সহ অন্যান্য সাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। একে Snake eating Snakeও বলে।

৬। **চন্দ্রবোড়া ঃ** রূপ বৈচিত্রে চন্দ্রবোড়া চোখ টানে। মোটাসোটা শরীর, চ্যাপ্টা তেকোণা মাথা। আঞ্চলিক নাম - বোড়া। লম্বায় ২-৩ ফুট। চন্দন হলুদ কিম্বা উজ্জ্বল বাদামী রঙের ওপর প্রায় গোলাকার চাকা চাকা দাগ, তাকে ঘিরে কালো রঙের বেড়। চন্দ্রবোড়ার ফোঁসানি জোরালো আর একটানা। উইয়ের ঢিবি, ছোট ছোট ঝোপে বেশি দেখা যায়।

ক্ষীণ বিষ ও বিষহীন — নামেই পরিষ্কার এই ধরনের সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায় না। তবুও আলাদা ভাগ করা হয়েছে শুধুমাত্র বোঝাবার সুবিধার জন্য। এক্ষেত্রে সব মিলিয়েই কিছু সাপের বর্ণনা দেওয়া হলো।

১। **ঘরচিতি ঃ** এই সাপ ভাঙা পাঁচিলে, ঘরের আনাচে-কানাচে সর্বত্র দেখা যায়। যে কারণে এর অপর নাম ঘরগিন্নী। ছোট, রোগা সাপ। লম্বায় ২-৩ ফুট। খুব তেজী। বাদামী বা খয়েরী, পিঠে সাদা ছোপ দেখা যায় যা মাথা থেকে শুরু হয়।

২। **দাঁড়াস ঃ** ঘরের আনাচে কানাচে হামেশাই দেখা যায় এই সাপকে। কোন কিছু নড়াচড়া করতে দেখলেই মাথা উঁচু করে দেখে তাই একে কৌতুহলী সাপও বলে। লম্বায় ৫-৬ ফুট। খুবই পরিচিত সাপ। ইঁদুর এবং অন্যান্য সাপ খেয়ে আমাদের বিপদমুক্ত করে। তাই অপর নাম বাস্তু সাপ।

৩। **লাউডগা ঃ** সরু লিকলিকে সবুজ শরীর। যেন লাউডগার ডাটা। লম্বায় তিন সাড়ে তিন ফুট হয়। এদের মাথা লম্বা, ছুঁচালো ও জ্বলজ্বলে চোখ। এই সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে।

৪। **বেত আছড়া ঃ** গায়ের রং সুন্দর গাঢ় বাদামী, শিরদাঁড়ার ওপর একটি টানা কালো রেখা আর দেহের দুপাশে কালো বা হলুদ দুটো রেখা দেখা যায়। লম্বায় ফুট তিনেক। বাগানে, নারকেল, সুপারী, তালগাছের পাতার নীচে এদের প্রায়ই দেখা যায়।

৫। **গেছো বোড়া ঃ** ছোট সাপ, দু-আড়াই ফুট দীর্ঘ। চ্যাপ্টা তেকোনা মাথা, উজ্জ্বল সবুজ বা হলুদাভ গায়ের রং। এদের নাক ও চোখের মাঝখানে ছোট পিট বা গর্ত আছে। এর সাহায্যে এরা উষ্ণ রক্তের প্রাণীর তাপমাত্রা বুঝতে পারে এবং শিকার ধরতে সুবিধা হয়। সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে কেবলমাত্র এদের দেখতে পাওয়া যায়।

৬। **অজগর ঃ** অজগরেরা হল পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সাপ। এরা লম্বায় ৮-৯ মিটার হয়ে

থাকে। ভারিক্কী চেহারায় বাদামী রং-এর ছোপ এদের দেহে দেখা যায়। জঙ্গলে এদের বাস। এরা শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে। শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে কিন্তু নিঃশ্বাসে কোন প্রাণীকেই টানতে পারে না।

৭। **কালনাগিনী ঃ** মনসামঙ্গলের লখিন্দরের কাহিনী কে না জানে! অথচ দেখুন পুরো কাহিনীর গোড়ায় গলদ, কালনাগিনী আদৌ বিষধর নয়। সবুজ, হলুদ বা কালচে সবুজ শরীরে লাল হলুদ সাদা কালো ফুটকি চমৎকার প্যাটার্ন করে থাকে। ছিপছিপে শরীর, ফুট চারেক লম্বা হয়। এদেরকে উড়ুক্কু সাপও বলে।

৮। **জলঢোঁড়া ঃ** জলঢোঁড়ার গায়ের রং নজর কাড়ে। কালো ও হলুদ এবং সাদা ও কালো রং-এর চেক প্যাটার্ন। ২-৩ ফুট লম্বায়। রাগী ও তেজী সাপ। দিনে ও রাতে দুসময়েই সক্রিয়। সন্ধ্যায় জলা জায়গার কাছাকাছি এই সাপের কামড় ঘটে বেশি।

৯। **পুঁয়ে ঃ** পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সাপ। লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি। গায়ের রং লালচে বাদামী। এই সাপের কোন পুরুষ সাপ নেই।

১০। **কাঁড় সাপ ঃ** এই সাপের চোখ বিড়ালের মত তাই বিড়ালচোখো সাপও বলে। লম্বায় ২ থেকে ২.৫ ফুট। এদের সঙ্গে প্রায়ই বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপের সঙ্গে মিল দেখতে পান। কাঁড় সাপ খুব সরু এবং গাছে কিম্বা উঁচু কোন জায়গায় দেখা মেলে।

মিমিক্রি বা সদৃশ সাপ

প্রকৃতিতে এমন বহু বিষহীন সাপ আছে যারা দেখতে অনেকটা বিষধরের মত। যেন বলতে চায় - খবরদার কাছে এসো না, তাহলে কামড়ে বিষ ঢেলে দেবো। আসলে প্রকৃতিতে টিকে থাকার এক উপায় মাত্র। কিন্তু আমরা ভয় হেতু সাপকে চেনার চেষ্টা করি না। ফলতঃ ওই সমস্ত বিষহীন সাপ কামড়ালে ধরে নিই - বিষধরে কেটেছে। চলে চিৎকার-চেঁচামেচি সহ গ্রামবাসীদের জড়ো করা। অথচ সাপগুলোকে চিনতে পারলেই ভয়গুলোও পালায়। কয়েকটি নমুনা :

১। বিষহীন ঘরচিতি সাপ দেখতে বিষধর কালাজের মত। কিন্তু পার্থক্য বিস্তর। প্রাথমিক ভাবে বোঝার উপায় - ঘরচিতি রোগা, বাদামী রং-এর সাপ। মাথা থেকে দাগ শুরু হয়, লেজের দিকে দাগ থাকে না। কালাজের ক্ষেত্রে রং কালচে এবং মাথায় দাগ থাকে না কিন্তু লেজের দিকের দাগ স্পষ্ট। ছবি দেখলে আরও পার্থক্য বোঝা যাবে।

২। বিষহীন দাঁড়াস ও বিষধর কেউটে। দাঁড়াসকে বাস্তুর আশেপাশে ঘুরতে দেখা যায় হামেশাই কিন্তু কেউটেকে দেখা যায় কম। দাঁড়াসের মুখ সূঁচালো আর কেউটের মুখ ভোঁতা।

৩। বিষহীন কাঁড় সাপ, তুতুর-এর সঙ্গে বিষধর চন্দ্রবোড়াকে এক করে ফেলেন। কাঁড় সাপ গাছে থাকে এবং খুব রোগা ও লম্বা। চন্দ্রবোড়া বেশ মোটা, নাদুস-নুদুস চেহারা, মাটিতে ঝোপের ভেতর দেখা যায়। তুতুর সাপের লেজ হঠাৎ সরু হয়ে যায় কিন্তু চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রেখে সরু হয়।

৪। বিষহীন নোনাবোড়া ও বিষধর জল কেরাল। দুটোই নোনা জলের সাপ। নোনাবোড়ার পেটের দিকে চওড়া কালো দাগ আড়াআড়ি থাকে। ভয় দেখানোর সময় পেটের দিকটা উল্টে দেয়, কিন্তু জল কেরাল সামুদ্রিক বিষধর এবং লেজ চ্যাপ্টা সব সময়েই দেখা যাবে। নোনাবোড়ার লেজ গোল। আরও পার্থক্য ছবি দেখে জানুন।

সাপের দেহগত বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও ভ্রান্ত কিংবদন্তী

১) সাপ বাতাসে ভেসে আসা শব্দ শুনতে পায় না কিন্তু মাটির কম্পন অনুভব করতে পারে। (২) সাপের নজর প্রখর নয়, যে কারণে 'ছন্নদৃষ্টি' বলে। এদের চোখের মণি স্থির এবং তার ওপর স্বচ্ছ আঁশ আছে। চোখের মণি ঘুরাতে না পারার জন্য এক চোখেই দেখে (Monoculas Vision)। (৩) কোন বস্তু নড়াচড়া না করলে সাপ দেখতে পায় না। তাই, হঠাৎ সামনে সাপ পড়লে দাঁড়িয়ে যান। সাপ কামড়াবে না। (৪) বেদের বাঁশির শব্দে নয়, হাতের দুলুনি দেখেই সাপ ফণা দোলায়। সাঁপুড়ের হাতের বা হাঁটুর দুলুনি বন্ধ করলে ফণা দুলবে না। (৫) সাপ জিভ দিয়ে ঘ্রাণ নেয়। (৬) সাপ অত্যাধিক ভয় বা আঘাত না পেলে কখনই কামড়ায় না। (৭) অত্যাধিক তাড়াতাড়ি ছোবল মারার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক বিষ ঢালতে পারে না। তাই প্রতি দশটা কেউটে সাপ কামড়ানোর ঘটনায় মরার সম্ভাবনা মাত্র একজনের। (৮) সাপ তেড়ে কামড়ায় বা তাড়া করলে এঁকে বেঁকে ছুটতে হয় — এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাপ ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী হওয়ায় বেশি দৌড়ালেই হাঁপিয়ে পড়ে, ঘণ্টায় ছুটতে পারে ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার মাত্র। (৯) সাপের কোন প্রতিশোধ স্পৃহা নেই। অনেকে মনে করেন সাপকে আঘাত করলে সে প্রতিশোধের জন্য ফিরে আসে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাপের মস্তিষ্ক উন্নত নয়। সাপ একটু পরে কী হবে ভাবতে পারে না। (১০) সাপের মাথায় মণি হয় না। মণি বলে যেটাকে দেখান হয় তা ইলিশ মাছের আঁশ থেকে তৈরি বা রঙিন পুঁতি আগে থেকেই সাপের মাথায় চামড়ার নীচে ঢুকিয়ে রাখা হয়। (১১) সাপ গরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খায় - এই ধারণা ভুল। সাপের জিহ্বা ও চোয়াল চেরা এবং ফুসফুস ছোট ও একটা হওয়ায় তা সম্ভব নয় আর তাছাড়া সাপের দাঁত খুব তীক্ষ্ণ এবং কোন গরুই তার কামড় সহ্য করতে পারবে না। (১২) সাপ দুধ বা কলা কোনটাই খেতে পারে না। জোর করেই খাওয়ান হয়। জঙ্গলে দুধ পাবেইবা কোথা থেকে। সাপ মাংসাশী প্রাণী। (১৩) শঙ্খলাগা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

একান্তই ভিত্তিহীন। কেন না শঙ্খলাগা মানেই যৌন মিলন নয়। স্ত্রী পুরুষ (কোন কোন ক্ষেত্রে দুটো পুরুষ) সাপ পরস্পর জড়াজড়ি মারামারি কামড়া কামড়ি করে। কেউটে দাঁড়াসের সাথে সঙ্গমে মিলিত হয় না। সাপ নিজের জাতের সাপের সাথেই শুধু মিলিত হয়। (১৪) অনেকেরই ধারণা - দেখতে একটু বীভৎস হলেই সাপটি বিষধর। এ কারণেই অনেকে রং চং- য়ে দেখলে ভাবেন -ওটা নিশ্চয়ই বিষধর।

একথা জানা প্রয়োজন বেদে, ওঝা বা বেজি সাপের ঔষধ জানে না। সাপের একমাত্র ঔষধ, অ্যান্টিভেনাম সিরাম (AVS) যা হাসপাতালেই পাওয়া যায়। উপরের বেশিরভাগ তথ্যই আমাদের সংস্থার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত সর্প দ্বারা সংস্থার সদস্য কর্তৃক হাতে কলমে পরীক্ষিত।

জানা প্রয়োজন, সাপ তার কামড়ের বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ রেখে যায়—

যেমন : ১। দাঁতের দাগ, ২। রক্ত চুঁয়ে পড়া, ৩। অসহ্য যন্ত্রণা, ৪। ক্ষতস্থান ফোলা, ৫। ফোসকা, ৬। অন্যান্য উপসর্গ।

১। **দাঁতের দাগ ঃ বিষধর** — সাপ কামড়েছে। ভালভাবে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করুন। দেখবেন, কেবলমাত্র দুটি দাঁতের দাগ (২ সেমি বা এক টিপ দূরত্বে) থাকবে, ঠিকমত দংশন করতে না পারলে একটি দাঁতের দাগও থাকতে পারে।

বিষহীন — সাপ কামড়ালে অর্ধচন্দ্রাকারে পর পর ছোট আঁচড়ের মত অনেকগুলি দাঁতের দাগ থাকবে।

২। **রক্ত চুঁয়ে পড়া ঃ বিষধর** — ক্ষতস্থান থেকে হলদে রক্তরস বার হয়, সঙ্গে চোঁয়ান রক্ত থাকতে পারে।

বিষহীন — যদি কামড় গভীর হয় তবে ক্ষতস্থান থেকে তাজা লাল রক্ত বার হয়।

৩। **অসহ্য যন্ত্রণা ঃ বিষধর** — ক্ষতস্থানে অসহ্য যন্ত্রণা করবে এবং এ যন্ত্রণা ক্ষতস্থান থেকে সারা দেহে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে। (ব্যতিক্রম কালাজ সাপ। প্রাথমিক অবস্থায় ছারপোকার কামড়ের মত হালকা জ্বালা ছাড়া আর কোন কিছু অনুভূত হয় না। তাই, বিছানায় কামড় ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হোন।

বিছানায় তেঁতুল বিছা কামড়াতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে খুব কাছে দুটো দাগের সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়।

মনে রাখবেন — অনেক সময় ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর পেটে ব্যথা, গলায় ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট, ঢোঁক গিলতে অসুবিধা বা লালা ঝরা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা গেলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করতে পারেন রাতে বিছানায় কালাজের কামড়ও হতে পারে যা ঘুমের ঘোরে

বুঝতে পারা যায় নি।

বিষহীন — সামান্য জ্বালা করতে পারে তবে কখনই অসহ্য যন্ত্রণা হয় না।

৪। ক্ষতস্থান ফোলা ঃ বিষধর — কিছুক্ষণ পরে ক্ষতস্থান ফুলতে থাকবে এবং নীলাভ হয়ে যায়। অনেক পরে ক্ষতস্থানে পচন ধরতে পারে।

বিষহীন — সামান্য ফুলতে পারে। তবে নীলাভ বা পচন ধরবে না।

৫। ফোসকা ঃ বিষধর — ক্ষতস্থানে ফোসকা পড়তে পারে।

বিষহীন — কখনই ফোসকা পড়বে না।

৬। অন্যান্য উপসর্গ ঃ বিষধর — কোন কোন ক্ষেত্রে পেটের যন্ত্রণা, বমি বা পায়খানা হতে পারে।

বিষহীন — এই ধরণের কোন উপসর্গ দেখা যায় না।

বিষধর সাপের কামড়ের চিহ্ন

বিষহীন সাপের কামড়ের চিহ্ন

সাপ কামড়েছে কিন্তু কতক্ষণ পরে তার বিষক্রিয়া প্রকাশ পাবে

মনে রাখতে হবে সাপ কামড়ানোর আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পরে, কোন কোন ক্ষেতে সাত আট ঘণ্টা পরে রোগীর দেহের বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তা অবশ্য নির্ভর করে কোন সাপ কামড়েছে, দেহের কোন অংশে কামড়েছে, কতটা বিষ ঢেলেছে, রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন তার উপর। সাপের বিষের উপাদান ও মাত্রা বিভিন্ন হওয়ায় রোগীর গড় মৃত্যুর সময় বিভিন্ন হয়। যেমন কালাজ ১৫ মিনিট থেকে ৪ ঘণ্টা গড়ে **২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট**, কেউটে ও গোখরো ৩ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টা গড়ে **৬ ঘণ্টা**; চন্দ্রবোড়া ৪৮ ঘণ্টা থেকে ৭ দিন গড়ে **৩ দিন**।

।। পরবর্তী কালে যে সমস্ত শারীরিক লক্ষণ ফুটে ওঠে ।।

ক) কালাজ / কেউটে / গোখরো / শঙ্খচূড় / শাঁখামুটির বিষক্রিয়ার লক্ষণ ঃ
(নিউরোটক্সিক (Neurotoxic)-এর বিষক্রিয়ার লক্ষণ)

দৃষ্টি ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসে, এবং চোখের পাতা বুজে আসে। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায়। লালা পড়ে। বমি বমি ভাব। ঘুম ঘুম ভাব। শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। রোগী টলে টলে হাঁটে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মুখ নীলচে হয়ে যায়। কখন কখন খিঁচুনি হয়। রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় চলে যায় (Coma)। পরে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে মারা যায়।

খ) চন্দ্রবোড়ার কামড়ে বিষক্রিয়ার লক্ষণ ঃ

(হেমাটোটক্সিন (Haematotoxin)-এর বিষক্রিয়ার লক্ষণ ঃ

বমি বমি ভাব থাকে। রোগী দুর্বল বোধ করে এবং অস্থির হয়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। দেহের ভিতরে রক্তক্ষরণের ফলে কাশি, প্রস্রাব, বমি এবং পায়খানার মধ্যে রক্ত দেখা যায়। রক্তক্ষরণের ফলে রক্তচাপ কমে যায়। রক্ত জমাট বাঁধতে চায় না। মস্তিষ্কের জীবনদায়ী কেন্দ্রে রক্তপাত হলে রোগী দ্রুত মারা যায়। রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। পরে হিক্কা ওঠে ও ইউরিমিয়া হয়ে রোগী মারা যায়।

চিকিৎসা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

১) অনেকের ধারণা সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা ডাক্তাররা জানেন না। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাপের একমাত্র ঔষধ **অ্যান্টি ভেনাম সিরাম (A.V.S)** যা কেবলমাত্র সরকারি হাসপাতালেই পাওয়া যায়। কালাজ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া এবং রাজবংশী এই চারটি সাপের বিষ দিয়ে তৈরি উক্ত ঔষধ। তাই যে কোন সাপ-এর কামড়ে ওই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রয়োগে কোন ক্ষতি হয় না।

২) পিঠে থালা বসিয়ে বিষ নামানোর দাবি করে অনেক ভক্ত। পিঠে থালা বসায় বিশেষ কায়দায় যা আপনিও চেষ্টা করলে পারবেন।

৩) ক্ষতস্থানে মুরগীর মল দ্বার ছুলে বিষ নামানোর কথা শোনা যায়। কিন্তু আর একটি কথা বলা দরকার তা হল অনেকে ক্ষতস্থান চিরে বা কেটে কেউ কেউ মুখ দিয়ে রক্ত বার করার চেষ্টা করেন। দুটোই বিপদজনক।

৪) অনেকে মনে করেন বিষহরি পাথরের বিষ শোষণ ক্ষমতা আছে। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এমন কোনো যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি যা রক্তে মিশে থাকা বিষকে নিষ্কাশন করতে পারে। পাথরটা অসংখ্য ছিদ্র যুক্ত (ঝামা হওয়ায়) এবং শুষ্কতার জন্য আটকে থাকে। যে কোন নতুন কলসীর টুকরো ক্ষতস্থানে দিলে বসে যাবে।

৫) ওঝা ও গুনিনরা মন্ত্র ও শেকড়ের সাহায্যে বিষ নামানো যায় বলে দাবী করে। জানা প্রয়োজন ওঝা বা গুনিনদের এরকম কোনো ক্ষমতাই নেই। তাহলে প্রশ্ন কিভাবে ওরা সাপে কাটা রোগীকে 'ভাল করে দিই' বলে দাবী করে। বেশিরভাগই (আশি শতাংশ)

সাপের কামড়ের পার্থক্য বুঝতে পারে না। বিষহীন সাপের কামড়ের রোগীও ভয়ে কাবু হয়ে যায়। ইত্যবসরে ওঝারা মন্ত্র বা শেকড়ের (?) দাপট দেখায়। বিষধর সাপ কামড়েছে কিন্তু তাড়াতাড়ি কামড়ানোর জন্য বা অন্য কোনো কারণে সঠিক বিষ ঢালতে পারেনি। এক্ষেত্রে সঠিক বিষ বলতে ধরুন কেউটে সাপের ১৫ মিঃ গ্রাঃ বিষে একটা মানুষ মারা যায়। কিন্তু যদি ৫/৬ মিঃগ্রাঃ বিষ ঢোকে (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে) তবে সাময়িকভাবে তার স্নায়ু অবশ হয়ে বিভিন্ন রকম লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। এক্ষেত্রে তার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা (Vital Energy) তাকে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। কিন্তু সাপের নির্দিষ্ট পরিমান মারণ বিষ যদি ঢালতে পারে তবে সেক্ষেত্রে ওঝাদের হাতে মৃত্যু অনিবার্য যা হামেশাই আমাদের আশেপাশে ঘটে থাকে। তখন শোনা যায় — 'যদি কাটে ডোমনা (ডোমনাচিতি বা কালাচ) তবে ডাক বামনা', 'বাণ মেরেছে তাই বাঁচানো গেল না', 'মন্ত্র দিয়ে শরীরে বিষ আটকে রেখেছে' প্রভৃতি প্রভৃতি।

তাই, যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং ওঝা-গুনিনদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ওঝা-গুনিনদের নিয়ে চারটি 'সাপ ও সর্পাঘাত চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা' হয়েছে। প্রায় ১৪৪ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং বেশ কয়েকজন ওঝা, বিষধরে কাটা রোগী সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন, **AVS** প্রয়োগে সুস্থও হয়েছেন।

সাপ কামড়েছে কিন্তু তারপর

১। অহেতুক চেঁচামেচি করবেন না। আবার দুর্ঘটনাটিকে হালকা ভাবেও নেবেন না।

২। রোগীর ভয় দূর করে তাকে ক্রমাগত আশ্বস্ত করুন। কেবলমাত্র ভয় দূর করেই বাঁচিয়ে তোলা অনেক সহজ হয়। প্রবাদ আছে : 'নেই বললেই সাপের বিষ থাকে না'।

৩। আপনি নিজে বোঝার চেষ্টা করুন বিষধর না বিষহীন সাপ কামড়েছে।

৪। বিষধর হলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থান পরিষ্কার জল ও সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কোনভাবেই কাটা-ছেঁড়া বা রক্তপাত ঘটাবেন না।

৫। একটু দূরত্ব রেখে দু'টো হালকা বাঁধন দিন যার মধ্যে দিয়ে একটা আঙ্গুল প্রবেশ করতে পারে। যদিও বাঁধন দিয়ে রক্তে মিশে যাওয়া বিষকে আটকানো যায় না। শুধুমাত্র মানসিক জোর বাড়ানোর জন্যই বাঁধন।

৬। ক্ষতস্থান স্থির রেখে, রোগীকে শান্তভাবে শুইয়ে রাখুন। কোনভাবেই উত্তেজিত হতে দেবেন না। প্রয়োজনে, হিতাকাঙ্খীদের (?) থেকে রোগীকে দূরে রাখুন আর তাছাড়া আপনার থেকেও তারা কম জানেন।

বাংলার সাপ

কেউটে (পদ্ম)

বাংলার সাপ

শঙ্খচূড়

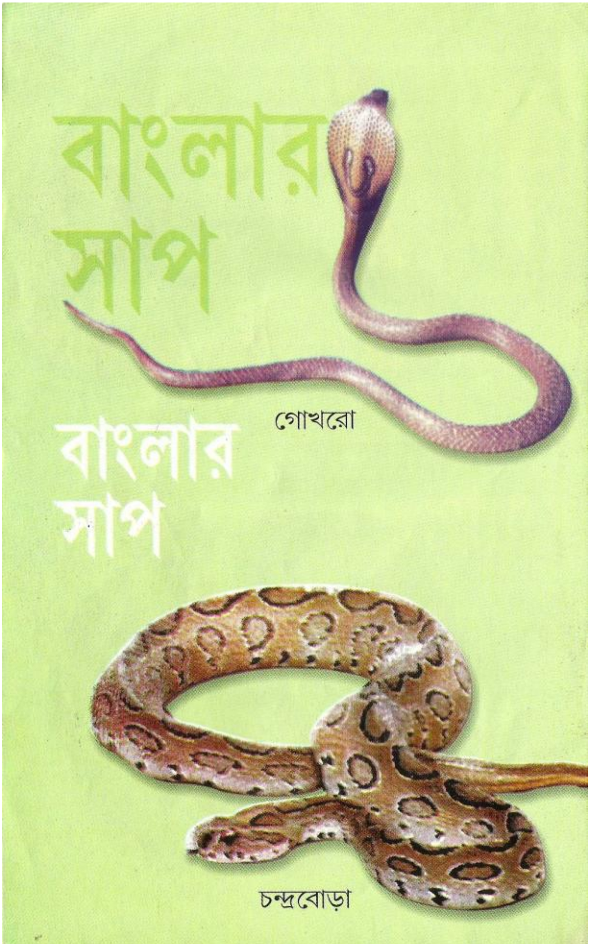
বাংলার সাপ
গোখরো
বাংলার সাপ
চন্দ্রবোড়া

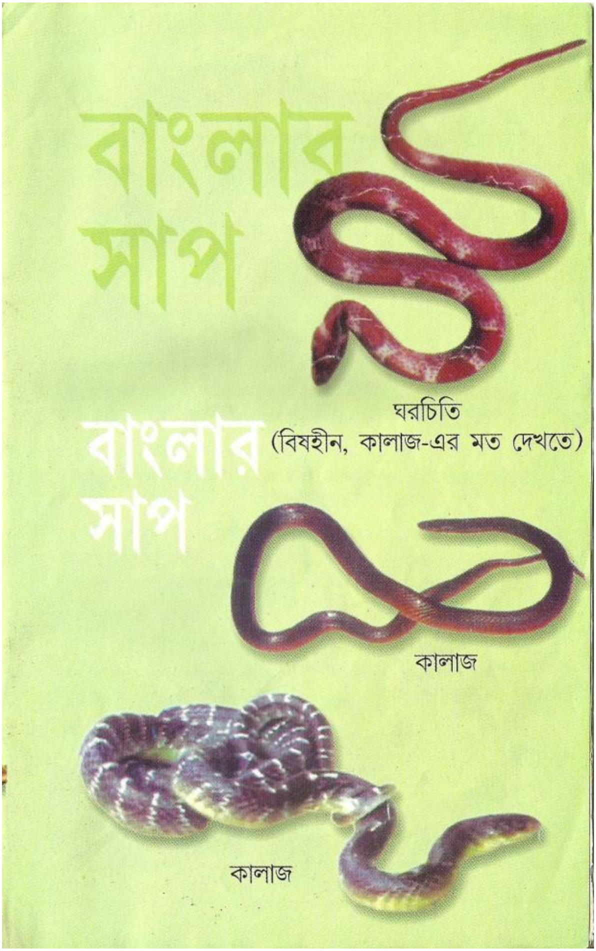
বাংলার
সাপ
ঘরচিতি
(বিষহীন, কালাজ-এর মত দেখতে)
বাংলার
সাপ
কালাজ
কালাজ

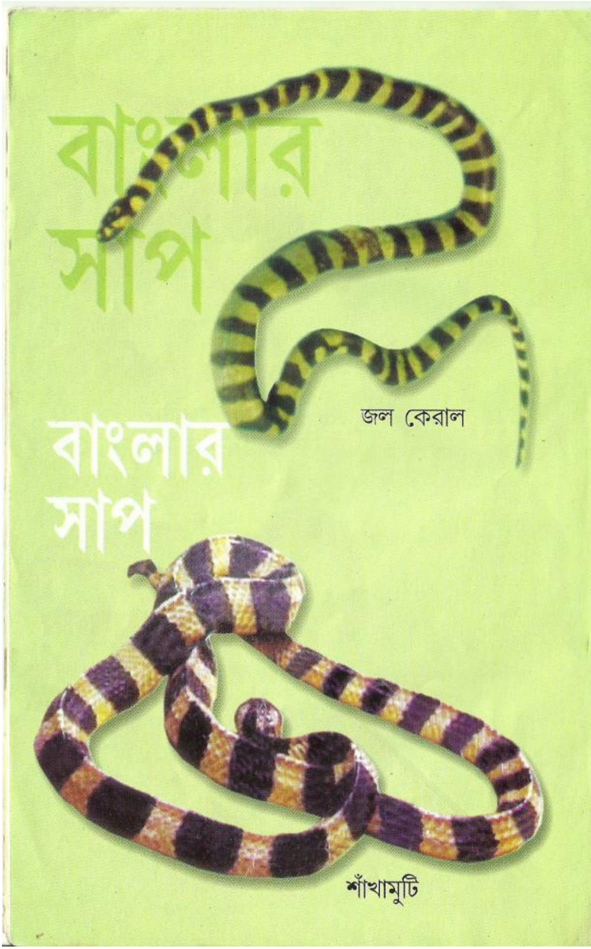

বাংলার সাপ
জল কেরাল
বাংলার সাপ
শাঁখামুটি

৭। হাঁটা চলা করাবেন না। ফলে রক্ত সঞ্চালন কমবে, রক্তে বিষ কম মিশবে।

৮। যতদ্রুত সম্ভব রোগীকে শুইয়ে বা স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। সেখানেই মিলবে একমাত্র জীবনদায়ী ঔষধ **AVS**। এবং হাসপাতালের চিকিৎসকরাই ঔষধ প্রয়োগে সুস্থ করে তুলবেন আপনার প্রিয়জনকে।

৯। বিষহীন সাপ কামড়ালে একই পদ্ধতিতে ধুয়ে ফেলুন, দাঁত ভেঙ্গে থাকলে তুলে ফেলুন। একটা টিটেনাস টক্সাইড নিয়ে নিন।

হাসপাতালে যাওয়ার পথে

আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে হাসপাতালে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বিষধরে কাটা রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে পারে। এরকম অবস্থায় কিছু বিজ্ঞানসম্মত উপায় জেনে রাখা জরুরি।

ক) রোগী বিষক্রিয়াজনিত কারণে বমি করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে উপুড় করে শুইয়ে রাখুন এবং মুখের ভেতরটা পরিষ্কার করে দিন।

খ) লালা পড়লে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রাখুন। মাঝে মাঝে একটা পরিষ্কার রুমাল দু-আঙুলে মুখে ঢুকিয়ে লালা পরিষ্কার করে দিন। অনেক সময়ে এই লালা শ্বাসনালীতে আটকে মারা যেতে পারে। কাজেই এই প্রাথমিক কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গ) অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ঘাবড়াবেন না। রোগীর মুখে মুখ দিয়ে জোরে শ্বাস দিন। এরপর শ্বাস ছাড়ার জন্য একটু সময় দিন। আবার একই ভাবে শ্বাস দিন যতক্ষণ না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

ঘ) সঙ্গে বুকে ম্যাসাজ চালান। বাম বুকে আপনার বাম হাতের তালু রেখে তার উপর ডান হাত দিয়ে চাপ দিন।

যখন যে অবস্থা তখন সেরকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে করতেই নিয়ে চলুন হাসপাতাল।

হাসপাতাল চিকিৎসা

সাপে কাটা চিকিৎসার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রধান ঔষধ **AVS** এর মাত্রা নির্ধারণ। এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলেন সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে এই দেশে সাপের কামড়কে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১) হিমাটোটক্সিক (উপসর্গ ঃ কামড়ের জায়গা ফুলে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া, প্রস্রাবে রক্ত আসা ও অন্যান্য অঙ্গ থেকে রক্তপাত হওয়া) এবং ২) নিউরোটক্সিক (উপসর্গ ঃ চোখের পাতা খুলতে না পারা বা Ptosis, কোনো অঙ্গ প্যারালিসিস হয়ে যাওয়া, কথা নাকি সুরে হয়ে যাওয়া, জল খেতে গেলে নাক দিয়ে উঠে আসা)। অনেক সময় মিশ্র উপসর্গ থাকতে পারে। হিমাটোটক্সিক সাপের কামড়ে (চন্দ্রবোড়া) মৃত্যুর সাধারণ কারণ হল কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া (Renal failure) এবং নিউরোটক্সিক সাপের কামড়ে (কেউটে, গোখরো, কালাজ) মৃত্যু হয় শ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগী মাংসপেশীর প্যারালিসিস হওয়ার জন্য।

সুতরাং সাপে কাটা রোগী যদি হিমাটোটক্সিক হয় তাহলে whole blood clotting time দেখতে হবে টেস্ট টিউবে। যদি clotting time ১৫ মিনিটের বেশি হয় তবে AVS দিতে হবে। নিউরোটক্সিক হলে উপসর্গ থাকলে AVS দিতে হবে। সাপে কামড়ানোর পর রোগীকে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে (observetion) রাখতে হবে। কেননা উপসর্গ দেখা দিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

সংক্ষেপে নিম্নলিখিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে —

১। টিটেনাস টক্সয়েড ইঞ্জেকশন দিতে হবে (যদি প্রয়োজন থাকে)।

২। **AVS** ৫-১০ ভায়াল প্রথমেই দিতে হবে — ইন্ট্রাভেনাস। তারপরে ৬ ঘণ্টা অন্তর ২-৪ ভায়াল AVS দিতে হবে। Skin test না করলেও চলে। তবে অ্যানাফাইল্যাকটিক শকের কথা চিন্তা করে হাতের কাছে অ্যাড্রিনালিন এবং হাইড্রোকর্টিসোন ইঞ্জেকশন রাখা প্রয়োজন।

কতক্ষণ AVS চলবে? **হিমাটোটক্সিক** হলে ক্লটিং টাইম স্বাভাবিক হওয়ার (এক্ষেত্রে < ১৫ মিনিট) পরেও ১২-১৪ ঘণ্টা দেওয়া উচিত। AVS শুরু করার পর ১২ ঘণ্টা অন্তর ক্লটিং টাইম দেখতে হবে টেস্ট টিউব পদ্ধতিতে।

নিউরোটক্সিক হলে উপসর্গ চলে যাবার পরেও ১২-১৪ ঘণ্টা দিতে হবে। এবং রোগীকে কমপক্ষে আরও দু-দিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

৩। অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিতে হবে (অ্যাম্পিসিলিন বা সেফট্রায়াক্সোন জাতীয়)। রেনাল ফেলিওর থাকলে জেন্টামাইসিন বা সিপ্রোফ্লক্সাসিন জাতীয় ঔষধ দেওয়া চলবে না।

৪। যদি প্রস্রাবের পরিমাণ কমতে থাকে, রক্তে ইউরিয়া এবং ক্রিয়োটিনিন বাড়তে থাকে তবে অবিলম্বে ডায়ালিসিসের জন্য রেফার করা প্রয়োজন। এবং এই অবস্থায় বেশি IV ফ্লুইড দেওয়া চলবে না।

৫। নিউরোটক্সিক উপসর্গ থাকলে ইঞ্জেকশন নিওস্টিগমিন ২-৪ অ্যাম্পুল ৪-৬ ঘণ্টা বাদে বাদে দিতে হবে। একই সঙ্গে ২-৪ অ্যাম্পুল অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকশন দিয়ে যেতে হবে ৪-৬ ঘণ্টা অন্তর। উপসর্গ কমে গেলে নিওস্টিগমিন কমাতে কমাতে বন্ধ করতে হবে।

৬। রক্তের যে পরীক্ষা আবশ্যক (ক্লটিং টাইম ছাড়া) — ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিন। প্রস্রাবের রুটিন মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষা আবশ্যক।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মরণাপন্ন একটি সাপে কাটা রোগীর কেস হিস্ট্রি দেওয়া হলো :

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার রাধানগর গ্রামের কৃষ্ণপদ মণ্ডল (বয়স - ৩০)কে মাঠে ভোরে কেউটে সাপ কামড়ায়। চলে ঝাড়ফুঁক। অবশেষে দুপুর নাগাদ স্থানীয় ছেলে পবিত্র মণ্ডল; গ্রামবাসী, রোগীর পরিবার সহ পঞ্চায়েতের সদস্যদের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে নৌকায় করে ক্যানিং হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সকলেরই বক্তব্য ছিল — 'যা হওয়ার চোখের সামনেই ঘটুক'। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যরা। বাঁচবে না ধরে নিয়েই চিকিৎসা শুরু হয়। পবিত্র মণ্ডল কাঁদতে কাঁদতে বলে — 'রোগী যদি না বাঁচে তবে গ্রামের লোক পিটিয়ে আমায় মেরে ফেলবে'...।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সমর রায় যে চিকিৎসা করেছিলেন তা তুলে ধরা হলো (সাপে কামড়ানোর ১৩ ঘণ্টা পর হাসপাতালে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা শুরু হয়)।

Symptom কী ছিলো — রোগীকে যখন আনা হয় তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিল। Cyanosis ছিলো, নাক, মুখ দিয়ে গ্যাজলা বার হচ্ছিল। কামড়ানোর জায়গাটি অল্প ফুলে ছিলো। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছিলো না। প্রচুর ঘাম হচ্ছিল।

Sign – Pulse rate 100-এর কাছাকাছি ছিলো। Volume খুব কম ছিলো। Respiration rate – বোঝা যাচ্ছিল না। Temperature – Cyanosis++, B.P. – Not recorded. Chest – Lungs air entry almost Nil ছিলো। CVS – Heart sound – Loud ছিলো।

Manegement – (1) আর্দ্র O_2 inhalation (2) I.V. fluid – তৎক্ষণাৎ ৪টা AVS শিরার মধ্যে দেওয়া হয়। Skin test ছাড়াই ১০টা AVS নর্মাল স্যালাইনের সাথে শিরার মধ্যে ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে দেওয়া হয়। (3) Inj. Rantac তৎক্ষণাৎ ১টি শিরার মধ্যে (4) Inj. Decdan ও Deriphyllin দিনে ৩ বার শিরার মধ্যে (5) Inj. Lasix – ১টি তৎক্ষণাৎ শিরায় (6) Inj. Hydrocortisone – ১টি তৎক্ষণাৎ শিরায় (7) Inj. Ceftriaxone – 1 grm তৎক্ষণাৎ শিরায় ১টি (8) Inj. Neostigmine – ২টি তৎক্ষণাৎ শিরায় (9) Inj. Trinergic শিরায় তৎক্ষণাৎ (10) AVS ৪টি শিরায় পুনরায়, ২টি AVS শিরায় দেওয়া হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

রাত ৯-১৫ মিনিটে রোগী প্রথম চোখ মেলে এবং ডাকলে সাড়া দেয়। রাত ১০টায় রোগী মানুষ চিনতে পারে এবং কথাও বলতে শুরু করে। অবশেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে। মোট ২২টা AVS-এর প্রয়োজন হয়েছিল।

সাপের কামড় ঘটবে কম এবং মৃত্যু-হারও অবশ্যই কমবে যদি ঃ

১। বর্ষায় ধান মাঠে খোয়ালির সময় এবং আটল-ঘুনি পাতার সময় সতর্ক থাকেন।

২। যে স্থান দেখতে পাচ্ছেন না সেই স্থানে হাত বা পা না বাড়ান। যেমন — ইঁদুরের গর্ত, অন্ধকারযুক্ত ছোট ঝোপ, ঘুঁটে, খড়ের পাঁজা প্রভৃতি।

৩। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া হাঁস মুরগীর ঘর না রাখেন। হামেশাই বিষধর সাপ হাঁস মুরগীর ছানা খেতে ঢোকে।

৪। কালাজ সাপের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিছানা পরিষ্কার করে মশারি ব্যবহার করেন। কালাজ সাপ সব সময়েই বিছানার আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে।

৫। ভোরে এবং সন্ধ্যায় সতর্কভাবে চলাফেরা করেন। সন্ধ্যায় শিকারে বার হওয়া এবং ভোরে ঘরে ফেরা— এই দুই সময়ে সাপ খুব সক্রিয় থাকে এবং সবচেয়ে বেশি কামড় ঘটে ওই দুই সময়ে।

৬। রাতে অন্ধকার স্থানে পথ চলার সময় টর্চ ব্যবহার করেন।

৭। বিশেষ করে বর্ষাকালে ঘরের আশেপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেন।

৮। ওঝা-গুনিনদের প্রতি নির্ভরতা কমান।

৯। সঠিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করে, দ্রুত হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

১০। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত অপ্রমাণিত ঔষধ বাতিল করেন।

১১। সর্বোপরি, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে AVS (অ্যান্টিভেনাম সিরাম)-এর যোগান সুনিশ্চিত করেন।

> "সাপের কামড়ে আর মৃত্যু-মুখ নয়"— শীর্ষকে যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার জীবন্ত সাপের প্রদর্শনী সহ প্রচারানুষ্ঠান দেখুন এবং নিজ এলাকায় ব্যবস্থা করুন / সংস্থার কর্মীরা আপনার এলাকায় যেতে আগ্রহী / এই মহৎ কাজে আপনিও সামিল হোন।

প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সাপের ভূমিকা

সাপ যে প্রাণীদের খায় — যে প্রাণীরা সাপ খায়

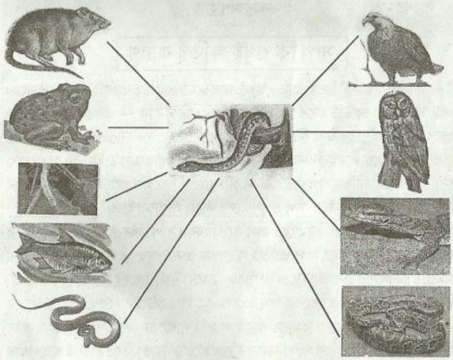

প্রাকৃতিক নিয়মে সাপ সাপকে খেয়ে আপনার নিরাপত্তা তথা জীবন সুরক্ষা করে। আবার সাপ, ইঁদুর সহ পোকাদের খেয়ে আপনার আর্থিক লাভ ঘটায়। কাজেই আপনার আশেপাশে যত বেশি সাপ তত বেশি আপনার লাভ।

।। ভাবুন! সাপ সব সময়েই আমাদের কাছের আমাদের উপকারী বন্ধু।।

সাপ অবলুপ্ত

জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ — নির্বিচারে সাপ নিধন — সাপের বাসস্থান নষ্ট হওয়া

জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ → ইঁদুর, ব্যাঙ, মাছ ও পোকামাকড় বিষের সংস্পর্শে আসা বা খাওয়া → বিষে আক্রান্ত প্রাণীদের সাপ কর্তৃক ভক্ষণ → বিষের প্রতিক্রিয়ায় সাপের মৃত্যু / বিষের ক্রিয়ায় প্রজনন হ্রাস ও ক্রমবিকাশ হ্রাস

নির্বিচারে সাপ নিধন → ভয় হেতু সাপ নিধন / চামড়ার লোভ হেতু সাপ নিধন

সাপ কি শুধুই ক্ষতির কারণ

উত্তরটা নির্দ্বিধায় 'না'। সাপ প্রতি বছর ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ ইঁদুর ধ্বংস করে। দশটা দাঁড়াস বা কেউটে মাসে ১৬০টা ইঁদুর খায়। জানেন কি — একজোড়া ইঁদুর এক বছরে ৮৮৮টি ইঁদুরের জন্ম দিতে পারে। এই কারণে সাপকে Biological Rat Trap বলে। চাষের প্রয়োজনেই কীটনাশক ঔষধের পরিবর্তে, পোকামাকড়, ইঁদুরের হাত থেকে শস্য রক্ষার জন্য নির্বিষ সাপ-এর প্রজনন হার বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। ইদানিং চীনে ইঁদুরের সংখ্যা রোধে নির্বিষ সাপ ও পেঁচাদের কাজে লাগানো হচ্ছে।

বায়ু দূষণের হাত থেকেও আমাদের রক্ষা করে বিষধর সাপ। বিষ-থলির বিষ, বাতাসের ক্ষতিকর গ্যাস শোষণ করে যা সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে। এছাড়াও বিষাক্ত সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিভেনাম সিরাম (AVS) তৈরি হয় এই সাপের বিষ থেকেই। বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতেও সাপের বিষ প্রয়োজন হয়। কেউটের বিষ থেকে তৈরি হয় 'কোব্রকিন' - ভীষণ যন্ত্রণা কমাতে কাজে লাগে। পাশ্চাত্য দেশে সাপের মাংস খাদ্য হিসাবে খুবই প্রিয়। অহেতুক সাপ নিধন বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রকৃতিতে প্রাণী ও গাছপালার ভারসাম্য রক্ষার শৃঙ্খলে সাপের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই শৃঙ্খলের একটি জোড়ও যদি খুলে যায় তবে সমস্ত পৃথিবীর প্রাণীকুলই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সহযোগিতা ঃ ড. অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী পীযূষ দাশগুপ্ত, ডাঃ শ্যামাশিস দাস (নীলরতন সরকার হাসপাতাল), ডাঃ সমর রায় (ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল)

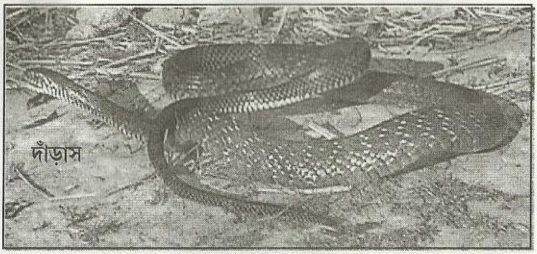

গেছোবোড়া

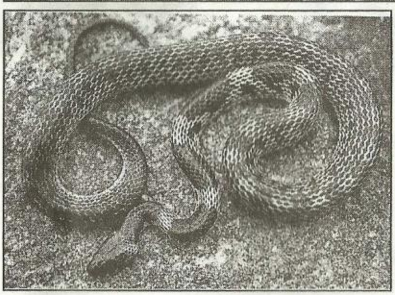

ঘরচিতি

কালনাগিনী
ক্ষেত মেটে
কাঁড়সাপ
মেটেলি
গাঙ মেটলে
লাউডগা

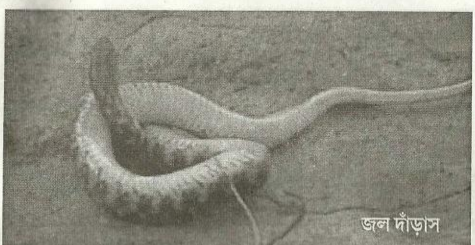

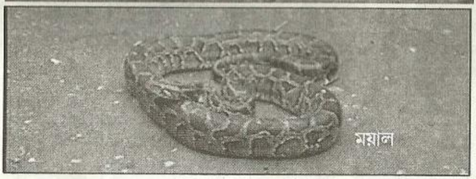

পুঁয়ে সাপ

উদয়কল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের মাত্র চারটি ব্লকে গত দশ বছরে সাপের কামড়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান — যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং কর্তৃক সংগৃহীত

বছর	ব্লক				
	গোসাবা	বাসন্তী	ক্যানিং-১	ক্যানিং-২	মোট
1993	28	26	20	22	96
1994	13	12	10	08	43
1995	10	14	05	08	37
1996	24	10	06	05	45
1997	07	04	12	02	25
1998	03	04	07	05	19
1999	10	03	05	04	22
2000	06	06	05	02	19
2001	05	04	05	02	16
2002	12	05	08	02	27
	118	88	83	60	349

এই মৃত্যুর বেশিরভাগই হয়েছে গ্রামীণ ওঝা-গুনিনদের হাতে।

তবুও প্রশ্ন, এই অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কারা?

'পশ্চিমবঙ্গ সাপের কামড়ে মৃত্যুতে শীর্ষে' — এই অপবাদ ঘোচাতে; যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং-এর ঘোষণা — **"সাপের কামড়ে আর মৃত্যু-মুখ নয়"** এই প্রতিজ্ঞায় বিভিন্ন পদক্ষেপ —

১। সাপ নিয়ে স্কুল-কলেজ, হাটে-মাঠে, মেলায় প্রদর্শনী ও প্রচার।

২। 'শো-কার্ড'-এর মাধ্যমে সাপ, কামড়ের চিকিৎসা, প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে শহর ও গ্রামে প্রচার।

৩। দেওয়াল লিখন, সিনেমার স্লাইড, ছাপানো পোষ্টার প্রভৃতির ব্যবস্থা।

৪। সাপ ও চিকিৎসা সম্পর্কে আরো সচেতন করার উদ্দেশ্যে 'সাপ ও সর্পাঘাত চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা'র আয়োজন। মহিলা, কোয়াক, স্বাস্থ্যকর্মী, বনকর্মী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত কর্মী, ওঝা-গুনিন প্রভৃতিদের নিয়ে আলাদা আলাদা কর্মশালা রূপায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সমস্ত ওঝা-গুনিন বিষধরে কাটা রোগীদের সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে সংস্থা সংবর্ধনা দেয় কোলকাতা প্রেস ক্লাবে।

৫। সাপের মানচিত্র প্রকাশ যা ভারতবর্ষে এই প্রথম। **'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাপের মানচিত্র'** এবং **'মানচিত্রে বাংলার সাপ'** (২০০৬-এ প্রকাশিত)-এই দুটি মানচিত্র বর্তমানে সংস্থার দপ্তরে পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি সাপ চিনতে জানতে এই মানচিত্র সহায়ক ভূমিকা নেবে।

৬। **'সুন্দরবনের সাপ' - তথ্যচিত্র নির্মাণ**। সিডি ফরম্যাটে পাওয়া যাচ্ছে।

৭। ব্লক হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাপের কামড়ের ঔষধ AVS-এর দাবিতে ডেপুটেশন আমাদের প্রাত্যহিক কাজের অঙ্গ।

৮। আপাতত, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সাপের কামড় এবং মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ চলছে।

৯। সংস্থার নতুন পদক্ষেপ **'সাপের কামড়ে আর মৃত্যু-মুখ নয়'** - এই শ্লোগান সামনে রেখে, সাইকেলে পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা-০৭।

১০। সর্বোপরি, বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার।

সংস্থার লক্ষ্য ঃ সাঁপুড়ে সম্প্রদায় ও সাপকে বাঁচানোর প্রয়াসে —

ক) শাঁখামুটি সাপের প্রজনন কেন্দ্র সহ ন্যাচারপার্ক।

খ) সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমান হাসপাতাল।

আমরা চাই ঃ

- সাপের কামড়ে মৃত্যুকে 'জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা' হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি।
- সাপের কামড়ের প্রকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি ডাক্তারি শিক্ষাক্রমে সার্থকভাবে প্রয়োগ।
- সরকারি হাসপাতালে সাপের কামড়ের রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সহ বিনা ব্যয়ে ডায়ালিসিস-এর ব্যবস্থা করা।
- স্কুলের পাঠক্রমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সাপ সম্পর্কিত বিষয়ের পঠন-পাঠন।

বাংলার সাপ

পাঠক বন্ধুদের সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা অভিভূত প্রসঙ্গ ঃ সাপ প্রচারপত্র থেকে ব্যাপক আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার জন্য। তাই আরো পূর্ণাঙ্গভাবে নবম সংস্করণ বাংলার সাপ প্রকাশিত হলো। আমরা মনে করি শুধুমাত্র রাজনৈতিক তত্ত্বকথা নয়, তৎসহ চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে দেশজুড়ে যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতাজনিত অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রাবল্য, তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন মানুষের মনের জগতে আন্দোলন। বাংলার সাপ, আপনাদের মনোজগতে যদি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তবেই এই প্রচার পুস্তিকার সার্থকতা। এটা, এই বিজ্ঞান সংস্থার বিশ্বাস ও তার চলার পথের পাথেয়। পরবর্তী সংস্করণের স্বার্থে আপনাদের সুচিন্তিত মতামতের প্রত্যাশী আমরা।

ধন্যবাদান্তে
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীবৃন্দ

সাপ সম্পর্কে জানতে বুঝতে সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত আরো কিছু--

১। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ঃ সাপের মানচিত্র।
২। মানচিত্রে বাংলার সাপ (যা ভারতবর্ষে প্রথম)।
৩। 'সুন্দরবনের সাপ'- তথ্যচিত্র। সিডি ফরম্যাটে পাওয়া যাচ্ছে। সময় ২৪ মিনিট।

সংস্থা প্রকাশিত আরো পুস্তিকা

প্রসঙ্গ ঃ ভূত আর আমরা, প্রসঙ্গ ঃ জলাতঙ্ক, প্রসঙ্গ ঃ বাজ, প্রসঙ্গ ঃ কালাজ্বর, প্রসঙ্গ ঃ আন্ত্রিক।

**জনপ্রিয় পাক্ষিক ব-দ্বীপ বার্তা
নিয়মিত পড়ুন ও অন্যদের পড়ান।**

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং-এর পক্ষে
অমলেন্দু মন্ডল কর্তৃক প্রচারিত।